শহিদ ডিআইজি মামুন মাহমুদ

(১৭.১১.১৯২৮-২৬.০৩.১৯৭১)

শহিদ ডিআইজি মামুন মাহমুদ ১৭ নভেম্বর, ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ রোডের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং মাতা কবি সামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক, যাঁর নামে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি হলের নামকরণ করা হয়েছে 'সামসুন্নাহার হল'। জনাব মামুন মাহমুদ ১৯৪৭ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি এবং ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণসংযোগ বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস (সিএসএস) পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়ে পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ১১ আগস্ট, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডিআইজি রাজশাহী রেঞ্জ হিসেবে যোগদান করেন। ১৭তম বিবাহ বার্ষিকীর দিন ২৬ মার্চ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৭ টায় রংপুর থেকে পাক আর্মি অফিসার ব্রিগেডিয়ার আব্দুল্লাহ ওয়্যারলেসে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য সরকারি বাসভবন থেকে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে ডেকে নিয়ে যায়। প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণী মোশফেকা মাহমুদ, মেয়ে ডা. যেবা মাহমুদ ও ছেলে জাবেদ মাহমুদকে রেখে সেটাই ছিল তাঁর শেষযাত্রা। ১৩ এপ্রিল ভারতীয় বেতার আকাশবাণীর বাংলা খবরে তাঁর শহিদ হওয়ার সংবাদটি প্রচারিত হয়।

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করেন।